৯

টোকুগাওয়া এবং শোগুনতন্ত্রের যুগ: ১৬০৩-১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ

মেইজি পুনরুদ্ধার ও ইতিহাসের নতুন ধারা শোগুন যুগের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন মিনামোটা বংশের নেতা আশিকাগা তাকাউজি। তিনি জাপানি সম্রাটের প্রশাসনিক ক্ষমতা পুনরায় হস্তগত করে শোগুন শাসনকে আর একবার পুনর্জন্ম দিয়েছিলেন। তার সময় থেকে শোগুন শাসনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। আশিকাগা ও তাঁর বংশধর শোগুনেরা তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন কিয়োটোর অন্তর্গত মুরোমাচি (Muromachi) জেলায়। এই কারণে তাদের শাসনকাল 'মুরোমাচি যুগ' নামে পরিচিত ছিল। এই যুগে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। এই সময় রাজনৈতিক ঐক্য ও শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনজন বিখ্যাত সামরিক নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা হলেন ওডা নোবুনাগা, টোয়োটোমি হিদেযোশি ও টোকুগাওয়া ইয়েযাসু। এই সময়ে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা ও নৈরাজ্যের ফলে আঞ্চলিক ভূস্বামী শ্রেণির উদ্ভব হয়। জাপানে যে নিষ্কর জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল, তাঁরাই কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীন সামন্ত প্রভুতে পরিণত হয়। এই স্বাধীন আঞ্চলিক প্রধান বা সামন্ত প্রভুরা ডাইমো (Daimyo) নামে পরিচিত ছিলেন।

এই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে ভাঙতে উদ্যোগী হয়েছিল তিন জন সামরিক নেতা। তারা হলো নোবুনাগা, হিদেযোশি ও ইয়েযাসু। তারা জাপানকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রথম সামরিক নেতা নোবুনাগা একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করে জাপানের ঐক্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নোবুনাগা জাপানের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং কিয়োটোতে জাপানি সম্রাটের আমন্ত্রণ লাভ করেছিলেন। তিনি শোগুনতন্ত্রের ক্ষমতাও হ্রাস করেছিলেন। তার এক সমর্থক তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করে।

নোবুনাগার মৃত্যুর পর তাঁর সহকারী হিদেযোশি ও ইয়েযাসু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। হিদেযোশি জাপানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সমগ্র জাপানকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তিনি এর পাশাপাশি জাপানের প্রশাসন ব্যবস্থাকেও সুদৃঢ় করেছিলেন। এরপর মিনামোটো গোষ্ঠীভুক্ত টোকুগাওয়া ইয়েযাসু হিদেযোশিকে পরাস্ত করে জাপানের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে শোগুন পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেইজি পুনরুদ্ধার-এর আগে পর্যন্ত প্রায় আড়াইশো বছর ধরে জাপানে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় সম্রাট ছিলেন নাম মাত্র শাসক। টোকুগাওয়া শোগুন ছিলেন প্রকৃত শাসক। ইয়েযাসু বিরোধী শক্তি ও শত্রুদের দমন করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর আমলে উদ্ধত ডাইমিয়ো এবং যুদ্ধবাজ সামুরাইদের উপর শোগুনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যা প্রায় ২৫০ বছর কাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

জাপানে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগের সময়কাল ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সময়কালে জাপানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনীতির কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগের অবসান হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে জাপানের সম্রাট তাঁর যাবতীয় শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এই ঘটনাকে জাপানের ইতিহাসে 'মেইজি পুনরুদ্ধার' (Meiji Restoration) বলে অভিহিত করা হয়েছিল। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অবসান জাপানের ইতিহাসে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল।

টোকুগাওয়া যুগের শাসনব্যবস্থা

এডউইন ও. রেইসওয়ার এবং জন কে. ফেয়ারব্যাঙ্ক *ইস্ট এশিয়া দা গ্রেট ট্রাডিশন* গ্রন্থে স্পষ্টতই দেখিয়েছেন যে, টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগ আধুনিক জাপান গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

টোকুগাওয়া যুগে জাপানের শাসনব্যবস্থায় সম্রাট সকলের শীর্ষে অবস্থান করলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শোগুনের। টোকুগাওয়া যুগের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাকুফু হান (Bakufu Han) বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বাকুফু (Bakufu) কথাটির অর্থ ছিল শোগুনের সামরিক শাসন এবং হান কথাটির অর্থ ছিল ডাইমিয়োর জমিদারী (Feudal Domain)। টোকুগাওয়া শাসনতন্ত্রের যুগে এই দুটি বিষয়ের সহাবস্থান থাকায় এবং শোগুন তথা ডাইমিয়োগণ (Diamyo) বিদ্যমান থাকার জন্য টোকুগাওয়া শাসনব্যবস্থাকে বাকুফু হান বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

শাসনব্যবস্থার শীর্ষে সম্রাট টোকুগাওয়া যুগে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। জাপানে সম্রাটগণ 'মিকাডো' নামে পরিচিত ছিলেন। জাপানের শাসনব্যবস্থায় সম্রাট শীর্ষে অবস্থান করেছিলেন এবং শোগুনের আগমনের পূর্বে তাঁর বিশেষ ক্ষমতাও ছিল। টোকুগাওয়া যুগে সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল।

সম্রাটের প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। সেক্ষেত্রে শোগুনরা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছিল। শোগুনরা প্রশাসনিক দায়িত্ব পেলেও সম্রাটের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান যথেষ্টই বজায় ছিল। কিন্তু সম্রাট নামে মাত্র সম্রাট ছিলেন। টোকুগাওয়া যুগের প্রথমদিকে শোগুনরা সম্রাটের পরামর্শ নিতেন। কিন্তু পরে শোগুনরা সম্রাটের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। জাপানের সম্রাটকে কিয়োটো রাজপ্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপানের সম্রাটকে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করেছিল শোগুনরা। শোগুনরাই প্রকৃত প্রশাসনিক দায়িত্বের অধিকারী ছিল।

প্রকৃত শাসক শোগুন টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে প্রকৃত শাসক ছিলেন শোগুন। তারা সেই তাই শোগুন (Sei Tai Shogun) এবং তাইকুন নামেও পরিচিত ছিলেন। জাপানের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল শোগুন। শোগুনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ইয়েডো। বর্তমানে যা জাপানের রাজধানী টোকিও নামে পরিচিত। শোগুন অর্থনৈতিক দিক থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধাই ভোগ করতেন। জাপানের জমি বন্টনের ক্ষেত্রে শোগুনরাই ছিলেন মূল ক্ষমতার অধিকার জাপানের জমির বেশিরভাগ অংশই তাঁরা নিজেদের অধিকারে রেখেছিলেন। ডাইমিয়ো শ্রেণিকে দমন করার জন্য উপযুক্ত কতকগুলি ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল।

শোগুনদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ডাইমিয়োদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। শোগুনদের ডাইমিয়োদের দমন মূলক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল।

(ক) যে সমস্ত ডাইমিয়ো শোগুনদের বিরোধিতা করেছিলেন তাদেরকে জমি বন্টন করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল।

(খ) শোগুনদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ইয়েডোতে শাসনকার্যে সহায়তা করবার জন্য ডাইমিয়োদের থাকতে হতো।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্র (১৬০৩-১৮৬৭)

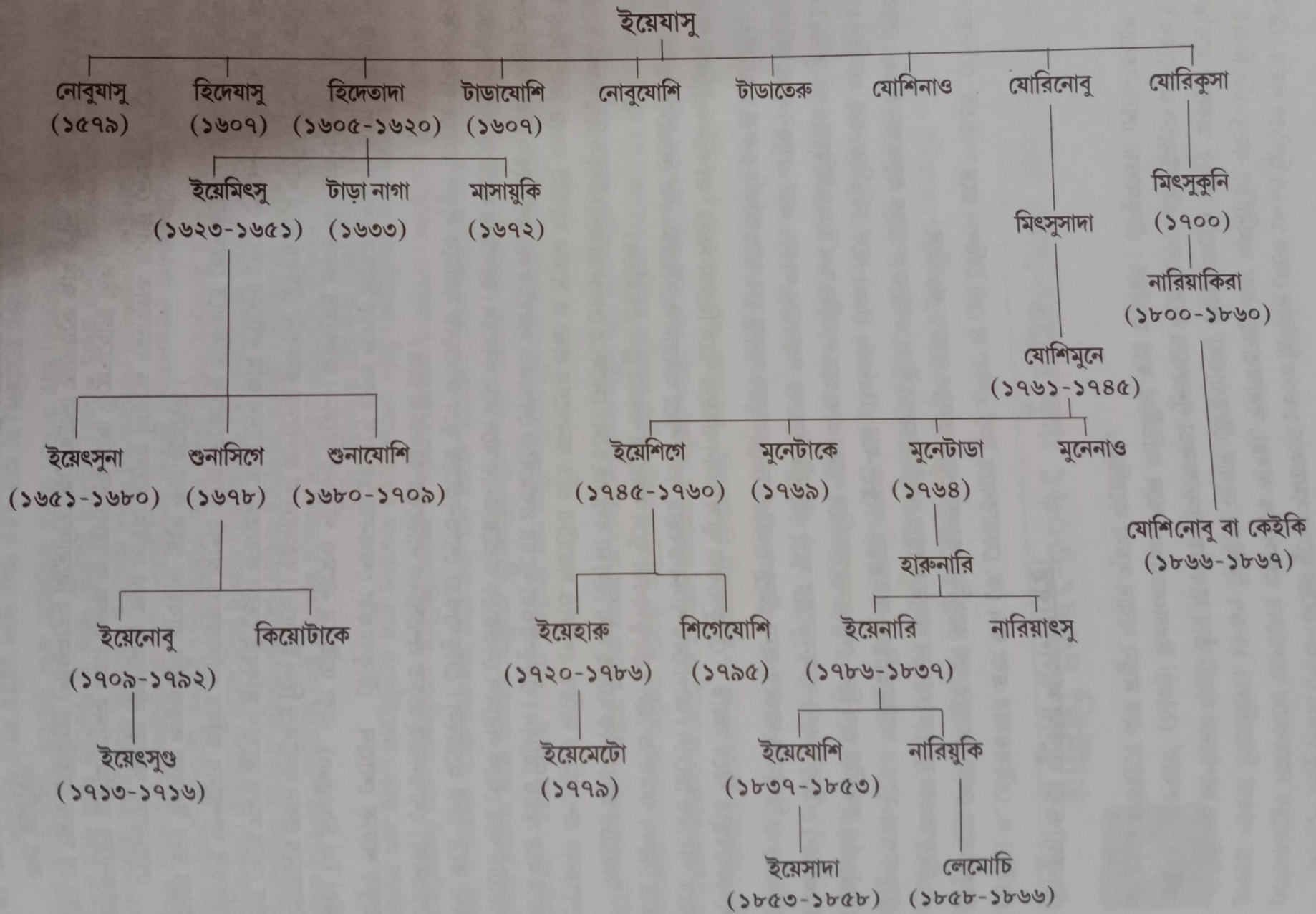

শোগুনরা এইভাবে ডাইমিয়োদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। ডাইমিয়োরা ইয়েডোতে উন্নতমানের জীবন-যাপন করার ফলে প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেছিল। যার ফলে, তাঁরা শোধ করতে না পেরে বিদ্রোহ করত। জি. বি. সানসম *এ হিস্ট্রি অফ জাপান* ১৬১৫-১৮৬৭ গ্রন্থে টোকুগাওয়া যুগের বিদ্রোহপ্রবণ ডাইমিয়োদের জীবনযাত্রার বিবরণ দিয়েছিলেন। ডাইমিয়োরা যদি কোনো কারণে ইয়েডোতে অনুপস্থিত থাকত, তাহলে ডাইমিয়োদের স্ত্রী-পরিবার উপস্থিত থেকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। এই ধরনের ব্যবস্থাকে বিকল্প উপস্থিতি (alternative attendence) বা সান্‌কিন কোটাই (Sankin Kotai) বলা হতো।

(গ) যেসব ডাইমিয়ো শোগুনদের বিরোধিতা করত এবং শক্তিশালী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাদেরকে শোগুনরা দমন করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিল। শোগুনরা এই ডাইমিয়োদের এমনভাবে জমি বন্টন করত যে পাশাপাশি কোনও বিদ্রোহপ্রবণ ডাইমিয়োকে না রেখে বিচ্ছিন্নভাবে জমি বন্টন করা হতো। ফলে ডাইমিয়োদের একত্র হয়ে বিদ্রোহ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

(ঘ) শোগুনরা ডাইমিয়োদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধমূলক বক্তব্য প্রচার করতেন। যার ফলে ডাইমিয়োরা নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। শোগুনদের এই কূটনীতির ফলে তারা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যস্ত থাকায় শোগুন বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারতো না।

(ঙ) ডাইমিয়োদের প্রধানত দুটি গোষ্ঠী ছিল—(i) ফিউডাই (Fudai)-যারা শোগুনদের সমর্থন করতেন। (ii) টোজামা (Tozama)-যারা শোগুনদের বিরোধী গোষ্ঠী ছিল। টোজামারা জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করত। শোগুনরা ফিউডাইদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন। পশ্চিম জাপানের শোগুন বিরোধী গোষ্ঠী শোগুনদের প্রবল বিরোধিতা শুরু করলে শোগুনদের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়ে ছিল।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে প্রশাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

টোকুগাওয়া যুগের প্রশাসন ব্যবস্থার দুটি দিক লক্ষ্যণীয়। সম্রাট শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন। অন্যদিকে শোগুনই প্রশাসনিক দিক থেকে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। টোকুগাওয়া যুগের প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক, জেলাভিত্তিক, প্রশাসনিক শাসন প্রচলিত ছিল। বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থাতে পুলিশ ও গুপ্তচর বাহিনীর অস্তিত্ব ছিল।

শোগুন প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল শোগুনের উপস্থিতি। শোগুনই ছিল প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। সম্রাট বা মিকাডো থাকলেও শোগুনই ছিল সর্বেসর্বা। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে সম্রাট। দ্বিতীয় স্তরে শোগুন এবং তৃতীয় স্তরে শোগুনের অধীনস্থ ডাইমিয়ো ও প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দ। প্রথম স্তরে সম্রাট থাকলেও শোগুনই ছিলেন দেশের প্রশাসনিক প্রধান।

জাপানে সামরিক যোদ্ধা সামুরাইদের উপস্থিতির জন্য ন্যাথানিয়েল পেফার জাপানি সামন্ততন্ত্রকে 'সামরিক সামন্ততন্ত্র' বলে অভিহিত করেছিলেন।

কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জাপানের সম্রাটরা জমিদার বংশের ছিলেন না। শোগুনরা প্রকৃত শাসনকর্তা হওয়ায় সম্রাটের মত বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে শুরু করেছিল। শোগুনের অধীনস্থ ডাইমিয়োরা জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারী ভোগ করত। জাপানে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইয়েযাসুর শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। টোকুগাওয়া যুগের প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রেইসয়ার তাঁর *জাপান পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট* গ্রন্থে, জমিকে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে মন্তব্য করেছেন। শোগুনদের অধীনে ফিউডাই ও

শোগুনদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক দিকগুলি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। সামন্ত সম্রাট ছিল প্রকৃতপক্ষে শোগুন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালে শোগুনদের অধীনে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছিল।

জাপানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দুজন প্রধান ছিলেন। সম্রাট প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ অবস্থান করলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল শোগুনের। জাপানের ইয়েডো টোকুগাওয়া শোগুনের রাজধানী ছিল। ইয়েডোর অবস্থা রাজনৈতিক, সামরিক এমনকি অর্থনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইয়েডো থেকে সমগ্র জাপানকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো। প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে ইয়েডোর অবস্থান শোগুনদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুটি আইন সভা ছিল—

(ক) কাউন্সিল অফ এলডার্স (Council of Elders)— কাউন্সিল অফ এলডার্স এর জাপানি নাম গোরোজু (Goroju)। গোরোজু-র মোট সদস্য থাকতে চার থেকে পাঁচজন। এঁদের মধ্যে থেকেই পর্যায়ক্রমে সভাপতি নির্বাচিত করা হতো। এক মাসের জন্য তিনি সভাপতি নির্বাচিত হতেন। সভার অধিবেশনে গোরোজু-র সদস্যরা শোগুনদের প্রশাসনিক পরামর্শ দিতেন। শোগুনদের অধীনে থেকে গোরোজু-র সদস্যরাই জাপানের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

(খ) জুনিয়র কাউন্সিল (Junior Council)— জুনিয়র কাউন্সিলের জাপানি নাম ছিল ওয়াকাডোশিয়োরি (Wakadoshiyori)। ওয়াকাডোশিয়োরির মোট সদস্য ছিলেন চার থেকে ছয়জন। ওয়াকাডোশিয়োরির সদস্যরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কাউন্সিল অফ এলডার্স এবং জুনিয়র কাউন্সিলকে নিয়ন্ত্রণ করত শোগুনরাই।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে প্রশাসনে প্রাদেশিক ও জেলাভিত্তিক শাসনব্যবস্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ডাইমিয়োদের নির্বাচিত শাসকরা গ্রামাঞ্চলের শাসনব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন। গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে জেলা গঠিত হতো। জেলার শাসনভার দেখাশোনা করতেন জেলাশাসকগণ। ডাইমিয়োদের মধ্যে থেকেই জেলাশাসকদের নিয়োগ করা হতো।

প্রথম শ্রেণির জেলা শাসকগণ গুন্ডাই (Gundai) নামে পরিচিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির জেলাশাসকগণ ডায়কোয়ান (Daikwan) নামে পরিচিত ছিলেন। ভূমিসংক্রান্ত কর নির্ধারণ, কর আদায় প্রভৃতি বিষয়গুলি জেলাশাসক দেখাশোনা করতেন। কতকগুলি জেলা নিয়ে প্রদেশ গঠিত হতো। প্রদেশের শাসনভার ছিল শাসনকর্তার উপর। ডাইমিয়োদের উচ্চশ্রেণীদের মধ্যে থেকে জেলাশাসক নির্বাচিত করা হতো।

টোকুগাওয়া যুগে জাপানের বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা এবং আইন সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন, ডান এফ. হেন্ডারসন (Dan F. Henderson) তাঁর *জাপানিজ লিগ্যাল হিস্ট্রি অফ দ্য টোকুগাওয়া পিরিয়ড, স্কলারস অ্যান্ড সোর্সেস্* নামক গ্রন্থে। টোকুগাওয়া শাসনব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থার বিষয়গুলিকে সালিশীর মধ্যে দিয়ে মীমাংসা করা হতো। তিন ধরনের আদালত (ক) জেলা আদালত, (খ) শহর আদালত, (গ) ধর্মীয় আদালত। আদালতগুলির শীর্ষে ছিল হাইকোর্ট। হাইকোর্টকে হোয়োজোসো (Hyojosho) নামেও অভিহিত করা হতো। ইয়েডোতে অবস্থিত এই আদালতে দুজন শহরে ম্যাজিস্ট্রেট, চার-পাঁচজন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যাদের ওমেটসুকে (Ometsuke) বা ইন্সপেক্টর বলা হতো।

জাপানে টোকুগাওয়া শাসনকালে পুলিশ ও গুপ্তচর ব্যবস্থা। শোগুনরা দুটি বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্বে ছিলেন প্রথম শ্রেণির ইন্সপেক্টর ও ওমুটসুকে (Ometsuke) এবং দ্বিতীয় শ্রেণির ইন্সপেক্টর মেটসুকে (Metsuke)। গুপ্তচরদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল না। সেক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণির ব্যক্তিদের দ্বারা গুপ্তবাহিনী গঠিত হতো।

টোকুগাওয়া যুগের অর্থনীতি জি. সি. অ্যালেন টোকুগাওয়া যুগের অর্থনৈতিক বিররণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এই সময়ে অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি হয়েছিল। কিন্তু জাপানে কৃষি অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে রেশন, সূতীবস্ত্র, ধাতবদ্রব্য ও শিল্পের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জাপানের বণিক ও কারিগর শ্রেণি নিজেদের উদ্যোগে গিল্ড (guild) ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। এই বণিক শ্রেণিকে ন্যাথানিয়েল পেফার (Nathaniel Peffer) 'ইউরোপের বণিক শ্রেণির অনুরূপ' বলে মন্তব্য করেছিলেন। শহুরে বণিক শ্রেণির অর্থনৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল । এঁরা চোনিন (Chonin) নামে পরিচিত ছিল। কিয়োটো, ওসাকা ও ইয়েডো ছিল জাপানের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর। ফলে শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতির সাথে জাপানে মুদ্রা অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল। টোকুগাওয়া যুগে জাপান বিদেশীদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখার ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর নির্ভরশীল ছিল।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপানের অর্থনীতি ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাপানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ধান চাষ ছাড়াও তুলা, নীল, তুঁত প্রভৃতির চাষ করা হতো। টোকুগাওয়া যুগে স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির আভাস পাওয়া যায়। টোকুগাওয়া যুগে পরিবর্তিত অর্থনীতিতে কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

বর্তমানে জাপানের কৃষিযোগ্য জমির অর্ধেক ধান চাষ হতো। চাল জাপানিদের প্রধান খাদ্য। জাপানে বিশেষ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ খনিজ পদার্থ আমদানি করতে হয়। তা সত্ত্বেও জাপান বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ হয়ে উঠেছে মূলত প্রযুক্তিতে সম্বল করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের *নিউজ উইক* পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, জাপান বিশ্বের ধনী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। রর্বাট অ্যালান ফেল্ডম্যান বলেছিলেন, 'জাপানের অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত রচনা করেছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমি'।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাস

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপানের সমাজব্যবস্থায় কতকগুলি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। ক্লাইড এবং বিয়ার্স (Clyde and Beers) তাঁদের *দ্য ফার ইস্ট* (*The Far East*) গ্রন্থে জাপানের সমাজে যে শ্রেণিগুলির পরিচয় দিয়েছেন, তা ছিল রাজসভায় উচ্চপদস্থ অভিজাত শ্রেণি (Court Nobles) বা কুগে (Kuge), সামরিক ব্যক্তি (Milirary Men) বা সামুরাই (Samurai), বৃহৎ জমিদার (Great lords) বা ডাইমিয়ো (Daimyo), বণিক (Merchant) বা চোনিন (Chonin), অস্পৃশ্য (The untanchables) বা এতা (Eta), কৃষক (Farmer) প্রভৃতি।

ক্যাপ্টেন ভ্যাসিলি গ্যালোওনিন তাঁর *মেমোয়ারস্ অব ক্যাপটিভিটি ইন জাপান* গ্রন্থে উনিশ শতকের প্রথমদিকে জাপানে আটটি শ্রেণির পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (ক) ডাইমিয়ো (daimyo); (খ) অভিজাত (chadamodo); (গ) পুরোহিত (bonzes) ; (ঘ) সামরিক (military); (ঙ) বণিক (merchant); (চ) কারিগর (mechanic); (ছ) কৃষক (Farmer) শ্রমিক (worker); (জ) ক্রীতদাস (slave)। গ্যালোওনিন-এর শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য। কারণ ক্রীতদাস শ্রেণির অস্তিত্ব টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে ছিল না বলেই মনে করা হতো। সেক্ষেত্রে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস ছিল (ক) রাজসভার উচ্চপদস্থ অভিজাত শ্রেণি; (খ) বৃহৎ জমিদার শ্রেণি; (গ) সামরিক বা যোদ্ধা শ্রেণি; (ঘ) কারিগর ও বণিক শ্রেণি; (ঙ) কৃষক শ্রেণি ও অন্যান্য সম্প্রদায়। সামাজিক দিক থেকে সর্বোচ্চ ছিলেন সম্রাট।

রাজসভার উচ্চপদস্থ সভাসদ অভিজাত বা শ্রেণি কুগে জাপানে সর্বোচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন সম্রাট। সম্রাটগণের নিম্নে অবস্থান করতেন কুগেরা। কুগেরা ছিলেন রাজসভার উচ্চপদস্থ সভাসদ। তাঁরা সম্ভ্রান্ত

বংশীয় অভিজাত শ্রেণির ছিলেন। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা সমাজের উচ্চস্তরে আসীন ছিলেন। ফলে শোগুনদের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। শোগুনতন্ত্রের যুগে কুগেরা রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন না। তাঁরা রাজকার্যে আনুগত্য করতেন। তাই আনুগত্যের জন্য শোগুনরা তাদের রাজকোষ থেকে বৃত্তিদান করতেন।

বৃহৎ জমিদার শ্রেণি ডাইমিয়ো বৃহৎ জমিদার শ্রেণি ডাইমিয়ো নামে পরিচিত ছিল। জাপানের জমিদারীর ক্ষেত্রে তারা ছিলেন উচ্চপদস্থ অভিজাত শ্রেণি। তাঁদের জমিদারিতে সাহায্য করত 'কারা' (Kara) নামক এক শ্রেণির কর্মচারী। ডাইমিয়োদের সামরিক সাহায্য দিত সামুরাই শ্রেণি। ডাইমিয়োরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবেও শোগুনদের শাসনকার্যে সহায়তা করতো।

জে. ডব্লু. হল *জাপান প্রি হিস্ট্রি টু মডার্ন টাইমস্* গ্রন্থে ১৫৯৮ বা ষোড়শ শতকের শেষভাগে ১০জন বৃহৎ ডাইমিয়োদের শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দু লক্ষ কোকুর অধিক বলে উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে ডাইমিয়োদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৫ কোকুতে (Koku) পৌঁছেছিল। ডাইমিয়োরা জাপানে জমিদারি ও সম্পত্তির পরিমাণ স্বল্প সময়ের মধ্যে। বৃদ্ধি করতে পেরেছিল। ডাইমিয়োদের জমিদারীর আয়তন ও সম্পত্তির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে তাঁদের প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। (ক) প্রাদেশিক আধিকারিক (Province holders) বা কুনিমোচি (Kunimochi) যে সব ডাউমিয়োদের জমিদারীর আয়তন একটি প্রদেশের সমান হত তাঁদের প্রাদেশিক আধিকারিক বলা হতো। (খ) দুর্গ আধিকারিক (Castle holders) বা জোসু (Johu) যে সব ডাইমিয়ো দুর্গ রাখবার অধিকার পেতেন তাঁদের দুর্গ আধিকারিক বলা হতো। সাধারণ জমিদার বা রাইয়োসু (Ryoshu) যে সব ডাইমিয়ো জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনা করতেন ও সেইসব জমির অধিকারী ছিলেন তাদের সাধারণ জমিদার বলা হতো।

ঐতিহাসিক হল-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতকে জাপানের প্রাদেশিক আধিকারিকের সংখ্যা ছিল ২০ জন। দুর্গ আধিকারিকের সংখ্যা ছিল ১৪০ জন। সাধারণ জমিদারের সংখ্যা ছিল ১১০ জন। এঁরা নিজ নিজ এলাকাতে স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু অধিকার ভোগ করতেন। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করা, জনসাধারণের থেকে কর আদায় করা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং অপরাধীদের বিচার প্রভৃতি কাজে যুক্ত থাকতেন। এঁরা নিজেদের এলাকায় নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখতেন। ডাইমিয়োদের পদ ছিল বংশানুক্রমিক। তবে কোনও ডাইমিয়ো শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অবহেলা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে শোগুন তাকে পদচ্যুত করতে পারতেন। রাজধানী ইয়েডোতে ডাইমিয়োরা তাঁদের বাসস্থান স্থাপন করতে বাধ্য থাকতেন।

তাঁদের নিজ এলাকায় যাবার অনুমতি দেওয়া হতো এক বছর বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছয় মাস অন্তর এবং যাওয়ার সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের ইয়েডোতে রেখে যেতে বাধ্য থাকতেন। এই কঠোর প্রচলিত নিয়মের উদ্দেশ্য ছিল ডাইমিয়োরা যাতে টোকুগাওয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী না হয়ে উঠতে পারে।

জাপানে শোগুন ও ডাউমিয়োদের বেতনভোগী সশস্ত্র যোদ্ধাশ্রেণি ছিল সামুরাইগণ। সামুরাইগণ ছিল পেশাদারী মনোভাবাপন্ন সামরিক শ্রেণি। দ্বাদশ শতকের শেষদিকে মিনামোটো ও টায়রা গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মধ্যেই এই পেশাদার যোদ্ধা সামুরাইদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা যুদ্ধের সময় প্রভুর পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করত এবং অন্য সময়ে প্রভুর জমিতে চাষের কাজে যুক্ত থাকত। ডাইমিয়ো শাসিত অঞ্চলের এবং দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব ছিল সামুরাই শ্রেণির উপরই। এঁরা পারিশ্রমিক পেতেন কখনও দ্রব্যের মাধ্যমে আবার কখনও অর্থের মাধ্যমে।

সামুরাই শ্রেণি ছিল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণি। রিচার্ড স্টোরি তাঁর *এ হিস্ট্রি অফ মডার্ন জাপান* গ্রন্থে হারি-কিরি

(Hari-Kiri)-এর কথা বলেছেন। কোনও কারণে সামুরাইগণ প্রভুর বিরাগভাজন হলে আত্মহত্যা করে নিজের সম্মান রক্ষা করতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় সামুরাইগণ হারি-কিরি করতেন।

সামুরাই শ্রেণির মধ্যে অভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। উচ্চ পর্যায়ের সামুরাইগণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলি দেখাশোনা করতেন হাটামোটো (Hatamoto) এবং গোকেনিন (Gokenin)। এদের মধ্যে অনেকে ইয়েডোতে বসবাস করে সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। সরকারের কাজে সাহায্য করত সামুরাইগণ। যেসব সামুরাইগণের প্রভু থাকত না তাদের রোণিন (Ronin) বলা হতো। গোশি (Goshi) বা সামুরাই কৃষকরা যাঁরা কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়কালে সামরিক ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত।

ইয়ামাগা সোকো (Yamagha Soko) বুশিডো-এর বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সপ্তদশ শতকের শেষভাগে জীবনযাত্রার দিক থেকে সামুরাইদের ঐতিহ্য মেনে চলতে হতো। সামুরাই শ্রেণি এই ঐতিহ্য বা নীতি মেনে চলত। সামুরাই শ্রেণির এই নীতি সংহতিকে বুশিডো (Bushido) বলা হতো। সামুরাইদের কাছে মর্যাদা ও সম্মান ছিল প্রধান ও যথার্থ বিষয়। মর্যাদা ও সম্মানই ছিল জীবনের প্রধান অবলম্বন এবং পরাজয়ের ক্ষেত্রে আত্মহত্যাই ছিল একমাত্র পথ।

সামুরাই শ্রেণি জাপানে পেশাদার যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত লাভ করেছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে সামুরাইদের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ডব্লু. জি. বিসলে সামুরাইদের শাসনতান্ত্রিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। টোকুগাওয়া শান্তির যুগ বা তাই-হেই (Taihei) সময়কালে যুদ্ধ বন্ধ হলে সামুরাইদের আর কিছুই করার থাকত না। ফলে সামুরাইদের সামরিক বিষয়গুলি তখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল।

কারিগর ও বণিক শ্রেণি (Merchant Class) চার্লস ডি. সেলডন-এর *দা রাইজ অফ দ্য মার্চেন্ট ক্লাস ইন টোকুগাওয়া জাপান* ১৬০০-১৮৬৮ গ্রন্থে বণিক শ্রেণির উন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছিলে।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে কারিগর শ্রেণি শিল্পের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কারিগর শ্রেণির মধ্যে ছুতোর মিস্ত্রী, তাঁতি প্রভৃতি শ্রেণি ছিল উল্লেখযোগ্য। জাপানে ক্ষুদ্রশিল্প ও হস্তশিল্পকে সংগঠিত করেছিল শিল্পীসংঘ বা গিল্ড। শিল্পের উন্নতির ব্যাপারে গিল্ড কারিগর শ্রেণিকে বিশেষভাবে সাহায্য করত। শিল্পজাত পণ্যগুলির মূল্য নির্ধারণ ছাড়াও সেই পণ্য বিক্রি করবার দায়িত্ব গ্রহণ করত এই গিল্ডগুলি। কারিগররা যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। গিল্ডের সদস্যগণ বংশানুক্রমিক ভাবে নির্বাচিত হতেন। এই গিল্ডগুলি তরুণ সদস্যদের শিল্পকর্মে দক্ষ করে তোলার জন্য তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতো।

সামাজিক মর্যদার দিক থেকে নিম্নস্তরে ছিল বণিকদের অবস্থান। বণিকশ্রেণি চোনিন (Chonin) নামেও পরিচিত ছিলেন। সামাজিক দিক থেকে উচ্চ বর্গীয় শ্রেণিরা বণিকদের নিচু নজরে দেখত। বণিকেরা সব জায়গায় অবাধভাবে বাণিজ্য করতে পারতো না। কারণ শোগুনরা বণিকদের বার্হিবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। কালক্রমে বণিক শ্রেণি সক্রিয় হয়ে ওঠে ওপর পরবর্তীকালে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বণিক শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বণিকদের গিল্ডগুলিকে জাপানে টোকুমিডোনইয়া (Tokumidonya) বলা হতো। বণিকদের সহায়তায় বণিকসভা বা কাবুনাকামা (Kabunakama) গড়ে উঠেছিল। ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে শোগুন ও যোশিমুনের দ্বারা বণিসভাগুলিকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালে ইয়েডো ও ওসাকা শহরে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই মিৎসুই (Mitsui), কোনোইকে (Konoike), সুমিটোমো (Sumitomo) প্রভৃতি বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল। বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যের ফলে জাপানে শহরভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল।

কৃষক (farmer) ও অন্যান্য শ্রেণি জাপানের অর্থনীতিতে কৃষক শ্রেণি ছিল উল্লেখযোগ্য। টোকুগাওয়া যুগের শেষদিকে জাপানের সমগ্র জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ ছিল কৃষক শ্রেণি। জাপান ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। জাপানে উৎপন্ন প্রধান ফসল ছিল ধান। এছাড়া জোয়ার, যব, গম, সয়াবিন, সবজি, চা প্রভৃতি ফসলও উৎপন্ন হতো। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে মুদ্রার প্রচলন হলে মুদ্রার মাধ্যমে কৃষককে খাজনা দিতে হতো। অতিরিক্ত কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা হতো। টোকুগাওয়া যুগে কৃষক সমাজে প্রচলিত ছিল 'কর বহনের জন্যই কৃষকদের জন্ম।' পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আরও জাপানে একটি উক্তি প্রচলিত ছিল 'অস্ত্রশস্ত্র না থাকলে জমি রক্ষা করা যায় না।' (No arms, no land)।

জাপানের কৃষক সমাজ তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। (ক) সাধারণ কৃষক; (খ) আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল কৃষক; (গ) গেনিন সম্প্রদায়। সচ্ছল কৃষক পরিবার জমিতে এক শ্রেণির মজুর নিয়োগ করতেন। যাদের গেনিন (Ganin) বলা হতো।

জাপানে কৃষকদের উপর অত্যাচার করা হতো। জাপানে জমির সঙ্গে যুক্ত জমিদার সম্প্রদায় কৃষকদের কাছ থেকে অধিক হারে খাজনা আদায় করতেন। ফলে দারিদ্র্যের কারণে বহু কৃষক নিজের শিশু সন্তানকেও হত্যা করতে। একে মাবিকি (Mabiki) বলা হতো। এর ফলে চাষের কাজে শিশু শ্রমিকের অভাব দেখা দিত। এই সুযোগে একদল ব্যক্তি শহর থেকে শিশু চুরি করে গ্রামে বিক্রয় করত।

জন হুইটনি হল তাঁর *জাপান ফ্রম প্রি হিস্ট্রি টু মডার্ন টাইমস্* গ্রন্থে টোকুগাওয়া যুগে কৃষকদের দুর্দশার কথা বলেছেন। ১৬৭৫, ১৬৮০, ১৭৩২, ১৭৮৩-৮৪, ১৭৮৭, ১৮৩৩-৩৭ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে আবাদী জমি অনাবাদী হয়ে গেলে কৃষকদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট নাটকে একটি উক্তি ছিল 'বিপদ যখন আসে, একা আসে না। দল বেঁধে আসে।' টোকুগাওয়া যুগের কৃষকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল। টোকুগাওয়া যুগে বহু কৃষক বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ১৬০৬ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাপানে প্রায় ১১৫৩টি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। জমিদার, বণিক শ্রেণি ও গ্রামে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভিযোগ ছিল। ১৮২৮-৬৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এচিগো প্রদেশের অন্তর্গত মাকিনোতে বহুবার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। চালের মূল্যবৃদ্ধি ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যবৃদ্ধির ফলেও কৃষকবিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল। প্রশাসনিক দুর্নীতিও কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। জাপানে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে কান্ডো ও ঈশি জেলাতেও কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়।

কেমব্রিজ হিস্ট্রি অফ জাপান এয়োকি কোজি মন্তব্য করেছিল যে, ১৮৬৮-৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃষকরা ৩৪৩ বার বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের ১১০ বার আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সামুরাইদের মর্যাদা হ্রাস পাওয়ায় মেইজি জাপানের সমাজ আধুনিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

টোকুগাওয়া যুগে সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে নিম্ন দিকে যে শ্রেণি ছিল, তারা হলো হিনিন (Hinin) শ্রেণি এবং এতা (Eta) শ্রেণি। ভিক্ষুক এবং কখনো কখনো বাড়ির কাজে নিযুক্ত এই শ্রেণিকে নিম্নশ্রেণির বলে মনে করা হতো। সামাজিক দিক থেকে অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণি হিসাবে হিনিন ও এতা শ্রেণির কোনোরকম সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অবসানের কারণসমূহ

১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগের অবসান কেন হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতপার্থক্যও রয়েছে। ঐতিহাসিক ডব্লিউ. ইলিয়ট গ্রিফিস্, স্যার জর্জ সানসম প্রমুখরা অভ্যন্তরীণ কারণকেই

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক এডউইন ও. রেইস্‌ওয়ার বৈদেশিক প্রভাবকেই এই পতনের জন্য দায়ী করেছেন। ঐতিহাসিক জি. সি. অ্যালেন অর্থনৈতিক সঙ্কটকে টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

শিন্তো ধর্মের প্রাধান্য শোগুনরা জাপানে ক্ষমতায় আসবার পর বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু জাপানের জনসাধারণ জাপানের নিজস্ব ধর্ম শিন্তো ধর্মের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট ছিল। শিন্তো ধর্ম অনুযায়ী সম্রাটই ছিলেন দেশের প্রকৃত শাসক। শিন্তোধর্মের প্রাধান্যের ফলে জনসাধারণ মনে করেছিল যে, শোগুনরা অবৈধভাবে সম্রাটের ক্ষমতা দখল করেছেন। ফলে শিন্তো ধর্মের প্রাধান্যের ফলে জনসাধারণ শোগুন বিরোধী হয়ে উঠেছিল।

শিন্তো ধর্মের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে নোবুনাগা মোটুরির (Nobunaga Motoori) অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তিনি বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে প্রাচীন জাপানি ভাবধারায় পরিচালিত শিন্তো ধর্মের গুরুত্বের বিষয়টি জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এছাড়া শোগুন বিরোধী আন্দোলনের সময় 'সোন্নো জো ই' শ্লোগান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যার অর্থ ছিল বিদেশিদের উচ্ছেদ করে সম্রাটের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিরোধিতা শোগুন বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।

ঐতিহাসিক ডি. সি. হোল্টম (D. C. Holtom) তাঁর *দ্য ন্যাশনাল ফেইথ অফ্ জাপান: এ স্টাডি ইন মডার্ন শিন্তো The National faith of Japan : A Study in Modern Shinto* গ্রন্থে শিন্তোধর্মের প্রাধান্যের কথা বলেছেন তিনি বলেন শিন্তোধর্মের প্রাধান্যের ফলে জনগণ সম্রাটের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য শোগুন বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। যা শোগুনতন্ত্রের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

শোগুনদের প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকেই টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। শোগুন সুনাযোশির (Tsunayoshi) সময়কাল ছিল ১৬৮০ থেকে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর শাসনকালে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অব্যবস্থার জন্য জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সামুরাই শ্রেণির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনোরকম অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দায়িত্ব তাদের দেওয়ার ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়া ইয়েশিগে (Ieshige) এবং ইয়েহারু (Ieharu) প্রশাসনিক দিক থেকে একেবারেই অযোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁরা প্রশাসনিক দায়িত্ব তাদের অনুগত কর্মচারীদের দিয়ে নিজেরা বিলাসব্যসনে মত্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে দেশের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শেষ তিন জন শোগুন ইয়েসাদা (Iesada), ইয়েমোচি (Iemochi), যোশিনোবু বা কেইকি (Yoshinobu or Keiki), কারোরই প্রশাসনিক যোগ্যতা ছিল না। শোগুন শাসকদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অযোগ্যতা, বিলাসব্যসন, দেশের দুরাবস্থার প্রতি উদাসীনতার ফলে জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে শোগুন বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত শোগুনতন্ত্রের পতন হয়েছিল।

অর্থনৈতিক সঙ্কট অষ্টম শোগুন যোশিমুনের (Yosimune) সময়কালে জাপানে টোকুগাওয়া যুগে তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের সূচনা হয়েছিল। যোশিমুনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বহু সংস্কার কার্যকরী করবার চেষ্টা করলেও তার মৃত্যুর সময়কালে অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি বাস্তবে কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। একাদশ শোগুন ইয়েনারির (Ienari) সময়কালেও তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অর্থনৈতিক সঙ্কট, জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি করেছিল। চালের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ছিল। ইয়েনারির সময়কালে চালের মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল তা 'চালের দাঙ্গা' বা 'Rice riot' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তী শোগুন ইয়োযোশির সময়কালে অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করে। ১৮৪১

খ্রিস্টাব্দে তিনি কতকগুলি সংস্কার করেছিলেন যা টেম্পো সংস্কার (Tempo Reforms) নামে পরিচিত। কিন্তু টোকুগাওয়া যুগের এই দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়নি। যার ফলে, অর্থনৈতিক সঙ্কট টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনে সাহায্য করেছিল।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রিন্স মাতসুকাটা (Prince Matsukata) শোগুনতন্ত্রের পতনের জন্য অর্থনৈতিক সঙ্কটকেই দায়ী করেছিলেন। ঐতিহাসিক জি. সি. অ্যালেনও (G. C. Allen) শোগুনতন্ত্রের পতনে অর্থনৈতিক সঙ্কটকে অন্যতম কারণ বলে অভিহিত করেছিলেন।

শোগুন বিরোধী সাহিত্য ও তত্ত্বের প্রসার ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে মিটোর প্রিন্স কোমন (Prince Komon) *ডাই নিহন শি (Dai Nihon Shi)* রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে শোগুনদের অবৈধভাবে ক্ষমতা লাভের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছিল। রায় সেন্যো (Rai Sanyo) দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (ক) *নিহন গোয়াই শি (Nonon Gwai Shi)*- শোগুনদের উত্থান পতনের ইতিহাস, (খ) *সেইকি (Seiki)* বা জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস। এই গ্রন্থ দুটিতে দেশের প্রকৃত শাসক হিসাবে জিম্মু তেন্নোর বংশধর জাপান সম্রাটকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়ার কথা লেখা হয়েছে। শোগুনদের অবৈধভাবে ক্ষমতা লাভের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলে জনসাধারণের মধ্যে শোগুনবিরোধী ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ জনসাধারণকে শোগুনবিরোধী করে তুলেছিল। চিনা দার্শনিক ওয়াং ইয়াং মিং (Wang Yang Ming) এর শোগুন বিরোধী তত্ত্ব প্রচারের ফলে জনগণের মধ্যে শোগুন বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। যার ফলে সাহিত্য ও তত্ত্বগত বিষয়গুলি শোগুনতন্ত্রের পতনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল।

কৃষক বিদ্রোহ ঐতিহাসিক ই. হার্বার নরম্যান (E. Herber Norman) তাঁর *জাপানস্ এমারজেন্স এ মডার্ন স্টেট (Japan's Emergence as a Modern State)* গ্রন্থে শোগুনতন্ত্রের পতনের জন্য কৃষক বিদ্রোহ অন্যতম কারণ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

টোকুগাওয়া যুগে জাপানের কৃষকদের উপর অতিরিক্ত কর চাপানোর ফলে কৃষকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার সাথে ডাইমিয়ো ও সামন্তপ্রভুদের নির্যাতন কৃষক বিদ্রোহের সূচনা করে। জাপানের কৃষকরা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষক বিদ্রোহ করেছিল। ফলে কৃষকবিদ্রোহগুলি শোগুনতন্ত্রের অধীনে থাকা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি দুর্বল করে দিয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে সংকট ও কৃষক বিদ্রোহের ফলে ডাইমিয়োদের আয় হ্রাস পেয়েছিল। ডাইমিয়োদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এই আর্থিক দুর্দশার জন্য ডাইমিয়োরা শোগুনতন্ত্রের পতন চেয়েছিলেন। ১৬০৩ থেকে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এক হাজার একশ তিপান্ন বার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। ঐতিহাসিক হিউ বর্টন এবং জন হালিডেও টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনের জন্য এই কৃষক বিদ্রোহগুলিকেই দায়ী করেছিলেন।

বর্হিদেশীয় প্রভাব ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাপানে কমোডোর পেরির অভিযানের ফলে জাপান বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জাপান বহির্বাণিজ্যে যোগ দেওয়ার ফলে চাল, চা, কাঁচা রেশম প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। ১৮৫৯-৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২ গুণ, কাঁচা রেশমের মূল্য বৃদ্ধি পায় ৩ গুণ, চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল দু'গুণ। অন্যদিকে বিদেশ থেকে সস্তায় কার্পাস বস্ত্র, কার্পাস সুতো আমদানি হওয়ায় জাপানে এইগুলির দ্রব্যমূল্য হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এই দ্রব্য বিক্রি করে যারা জীবিকা অর্জন করত তারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। ডাইমিয়ো ও সামুরাইরাও অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়েছিল।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের পর বহির্দেশীয় প্রভাব জাপানের আবরণ উন্মোচন করেছিল ও জাপান তার রুদ্ধদ্বার নীতি

পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। বহির্দেশীয় প্রভাব ও বহির্বিশ্বের কাছে জাপান উন্মুক্ত হবার ফলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাপানে শাসনতন্ত্রের বিরোধী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। (ক) সাতসুমা; (খ) চোসু; (গ) হিজেন; (ঘ) তোজা প্রভৃতি চারটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী রাজতন্ত্রের পক্ষ অবলম্বন করে ও শোগুনবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। যার ফলে শোগুনতন্ত্রের পতন সম্ভব হয়েছিল।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতন কি কারণে হয়েছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। ঐতিহাসিক স্যার জর্জ স্যানসম তাঁর *এ সর্ট হিস্ট্রি অফ কালচারাল হিস্ট্রি* গ্রন্থে বৈদেশিক প্রভাব নয় অভ্যন্তরীণ কারণকেই টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক আনর্ল্ড টয়েনবির মতানুযায়ী অভ্যন্তরীণ কারণই সভ্যতার পতন এর অন্যতম কারণ। যদিও তিনি বহিরাক্রমণের বিষয়টিও উপলব্ধি করেছিলেন। অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি আর বহিরাক্রমণের ফলেই কোনও সাম্রাজ্যের অবসান হতে পারে। বহিরাক্রমণকে তিনি হত্যা (Murder) বলেছেন। অভ্যন্তরীণ দুর্নীতিকে আত্মঘাতী (Suicide) বলেছেন। তিনি বলেন, 'সভ্যতা বিনষ্ট হয়েছিল আত্মঘাতী বিষয়ের দ্বারা, হত্যার জন্য নয়। (Civilizations perish though suicide, not by murder)' টোকুগাওয়া শোগুনের পতনের ব্যাখার ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটির গুরুত্বপূর্ণ ।

ই. এ. হার্বার নরম্যান তাঁর *জাপানস্ এমারজেন্স অ্যাজ এ মর্ডার্ন স্টেট* গ্রন্থে শোগুনতন্ত্রের পতনের জন্য কৃষক বিদ্রোহগুলিকে দায়ী করেছেন। এই মতের সমর্থক হলেন ঐতিহাসিক হিউ বর্টন এবং জন হ্যালিডে প্রমুখ ঐতিহাসিকরা।

উইলিয়াম ইলিয়ট গ্রিফ্রিস্ তাঁর *দ্য মিকাডোস এম্পায়ার* গ্রন্থে অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও দুরবস্থার জন্যই শোগুন যুগের অবসান হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু রেইসওয়ার, ফেয়ারব্যাঙ্ক ও ক্রেগ এর লিখিত গ্রন্থ ইস্ট *এশিয়া: দ্য মডার্ন ট্রান্সফরমেশন*-এ ঐতিহাসিক রেইস্ওয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে, বহির্বিশ্বের প্রভাবই শোগুনতন্ত্রের পতনের জন্য দায়ী ছিল। কমোডোর পেরির অভিযান না হলে শোগুন শাসনের স্থায়িত্ব আরও বেড়ে যেত। অর্থনৈতিক সঙ্কট পতনের কারণ ছিল না কারণ তাহলে অষ্টাদশ শতকেই শোগুন শাসনের অবসান হতো। বৈদেশিক প্রভাবের ফলে শোগুন শাসনের পতন হয়েছিল।

জি. সি. অ্যালেন তাঁর *এ সর্ট ইকনমিক হিস্ট্রি অফ্ মডার্ন জাপান* গ্রন্থে শোগুন শাসনের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, 'ঊনবিংশ শতকের জাপানের অর্থনৈতিক সংকট শোগুনতন্ত্রের পতন ত্বরান্বিত করে ছিল।' অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, বর্হিদেশীয় প্রভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট, কৃষকবিদ্রোহ প্রভৃতির ফলশ্রুতিতে শোগুনতন্ত্রের পতন হয়েছিল।

মনে রাখার বিষয়

- ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়েযাসু শোগুনপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- বাকুফু কথাটির অর্থ শোগুনের সামরিক শাসন এবং হান কথাটির অর্থ ডাইমিয়োর জমিদারি। টোকুগাওয়া শাসনতন্ত্রের যুগে এই দুটি বিষয়ের সহাবস্থানে থাকায় এবং শোগুন তথা ডাইমিয়োসন বিদ্যমান থাকার জন্য টোকুগাওয়া শাসনব্যবস্থাকে বাকুফুহান বলে অভিহিত করা হয়েছিল।
- টোকুগাওয়া যুগে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট, জাপানের সম্রাটগণ মিকডো নামে পরিচিত ছিলেন।

- টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে প্রকৃত শাসক ছিলেন শোগুন। তারা *সেই তেই শোগুন* এবং তাইকুন নামেও পরিচিত ছিলেন।
- শোগুনদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ইয়েডো। বর্তমানে যা জাপানের রাজধানী টোকিও নামে পরিচিত।
- ডাইমিয়োরা যদি কোনও কারণে ইয়োডোতে অনুপস্থিত থাকত, তাহলে ডাইমিয়োদের স্ত্রী-পরিবার উপস্থিত থেকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করত। এই ধরনের ব্যবস্থাকে বিকল্প উপস্থিতি বা সানকিন কোটাই বলা হোত।
- ডাইমিয়োরা প্রধানত দুটি গোষ্ঠী ছিল—(১) ফিউডাই—শোগুনতন্ত্রের সমর্থক গোষ্ঠী, (২) টোজামা—শোগুনতন্ত্রের বিরোধী গোষ্ঠী।
- টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুটি আইনসভা ছিল—(১) কাউন্সিল অফ্ এলডার্স বা গোরোজু, (২) জুনিয়র কাউন্সিল বা ওয়াকাডোশিয়োরি।
- টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে প্রথম শ্রেণির জেলা শাসকগণ সুগুাই নামে পরিচিত ছিলেন।
- টোকুগাওয়া শাসনব্যবস্থায় তিন ধরনের আদালত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল—(১) জেলা আদালত, (২) শহর আদালত, (৩) ধর্মীয় আদালত। আদালতগুলির শীর্ষে ছিল হাইকোর্ট। হাইকোর্টকে হোয়োকোসো নামে অভিহিত করা হতো।
- হাইকোর্টে চার-পাঁচজন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। যাদের ওমেটসুকে বা ইন্সপেক্টর বলা হতো।
- টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের যুগে জাপানের সমাজব্যবস্থায় কতকগুলি শ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়—(১) রাজসভায় উচ্চপদস্থ অভিজাত শ্রেণি বা কুসে, (২) সামরিক ব্যক্তিগণ না সামুরাই, (৩) বৃহৎ জমিদার বা জাইমিয়ো, (৪) বণিক বা জোনিন, (৫) অস্পৃশ্য বা এতা, (৬) কৃষক শ্রেণি প্রভৃতি।
- ডাইমিয়োর জমিদারিতে সাহায্য করতো কারা নামক একশ্রেণির কর্মচারি।
- ডাইমিয়োদের প্রধানত তিনটি ভাগ ছিল—(১) প্রাদেশিক আধিকারিক বা কুনোমোচি, (২) দুর্গ আধিকারিক বা জোসু, (৩) সাধারণ জমিদার বা রাইযোশু।
- যেসব সামুরাইগনের প্রভু থাকত না তাদের রোনিন বলা হতো।
- টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের অবসানের কারণ ছিল—(১) শিন্ডো ধর্মের প্রাধান্য, (২) মোন্নো জো ই, (৩) শোগুনবিরোধী আন্দোলন, (৪) শোগুনদের প্রশাসনিক দক্ষতা হ্রাস, (৫) অর্থনৈতিক সংকট, (৬) শোগুনদের অর্ধেকভাবে ক্ষমতালাভ, (৭) কৃষক বিদ্রোহ, (৮) বর্হিদেশীয় প্রভাব।